বাংলাভাষার ফরিয়াদ! -মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ

আমি এক মযলূম ভাষা, আমি বাংলাভাষা! আমার বুকে লুকিয়ে আছে অনেক ব্যাথা, অনেক যন্ত্রণা। বুকের ভিতরে আর কত দিন লুকিয়ে রাখবো বুকের বেদনা! নীরবে আর কতকাল সয়ে যাবো এ জ্বালা-যন্ত্রণা! কোন দিন কি আমি খুঁজে পাবো না একজন দরদী বন্ধু, যে শোনবে আমার ব্যথা ও যন্ত্রণার কথা, আমাকে দেবে একটু শান্তি ও সান্ত্বনা ।

ভাষা হলো ভালোবাসার মাধ্যম, ভাষা হলো চিন্তা ও চেতনার বাহন। আমার স্বপ্ন ছিলো, আমি হবো তোমাদের মুখের ও কলমের ভাষা। আমার পঁঞ্চাশটি বর্ণ দ্বারা তোমরা লিখবে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালোবাসার কথা; সেই ভালোবাসায় সিক্ত হবে তাদের হৃদয় যারা বাংলাভাষায় কথা বলে। আমার স্বপ্ন ছিলো, আমি হবো সত্যের, কল্যাণের এবং ন্যায়ের বাহন। আমার মাধ্যমে এ দেশে এ সমাজে তোমরা সত্যের চিন্তা প্রচার করবে, কল্যাণের ভাবনা ছড়িয়ে দেবে এবং ন্যায় চেতনার বিস্তার ঘটাবে। আমি হবো পৃথিবীর সুখী ও সমৃদ্ধশালী এক ভাষা, যেমন ইরানের ফারসি এবং হিন্দুস্তানের উর্দূভাষা।

আমার কি যোগ্যতার অভাব ছিলো? ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের কমতি ছিলো? ভূষণে অলঙ্কারে ও ধ্বনি-মাধুর্যে আমি তো ছিলাম অনন্য! তবু আমি পেলাম না তোমাদের যত্ন-ভালোবাসা! আদর পরিচর্যা! আমার বাগানে কি ফুল ছিলো না! আমার ফুলে কি সুবাস ছিলো না! তবু তোমরা আমার কাছে এলে না, ফুল তুলে মালা গাঁথলে না!

আমি এক মযলূম ভাষা, আমি বাংলাভাষা! আমার বুকে এখন শুধু হতাশা! আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, পরম সমাদরে তোমরা আমাকে গ্রহণ করবে এবং ন্যায় ও সত্যের পথে আমাকে ব্যবহার করবে। তোমরা যখন বাতিলের বিরুদ্ধে লড়বে, তোমাদের কলম থেকে আমি আগুন হয়ে ঝরবো। কিন্তু তোমরা আমাকে গ্রহণ করলে না, বরং তুলে দিলে ইসলামের যারা শত্রু তাদের নাপাক হাতে। ওরা আমাকে বানালো নগ্নতা ও অশ্লীলতার বাহন এবং ভ্রান্তি ও গোমরাহির অন্ধকার ছড়ানোর মাধ্যম। মুখে ও কলমে ওরা আমার বুকে বিষ ছড়ালো। বিষে বিষে আমি হলাম জর্জরিত এবং আমার দ্বারা সমাজ হলো বিষাক্ত।

আমি এক মযলূম ভাষা, আমি বাংলাভাষা! আমার সর্বাঙ্গে এখন পঁচন-ধরা ঘা। বিষের জ্বালায় আমি এখন শুধু ছটফট করি আর আর্তনাদ করি। বিশ্বাস ছিলো একদিন তোমাদের কানে পৌঁছবে আমার আর্তনাদ। ফিরে আসবে তোমাদের চেতনা ও গায়রাত। বিলম্বে হলেও তোমরা এগিয়ে আসবে বাতিলের থাবা থেকে আমাকে উদ্ধার করতে। কিন্তু তোমরা এলে না, তোমরা জাগলে না। আমি লাঞ্ছিত হলাম; একদল পশুর হাতে আমি ধর্ষিত হলাম ।

ফল কী হলো আমার প্রতি অবহেলা ও অবজ্ঞার! দেশ ও সমাজের কাছে তোমরাও হলে অবহেলা ও অবজ্ঞার পাত্র! এমনই হয়, মায়ের ভাষাকে যারা অবজ্ঞা করে দেশ ও সমাজের কাছে তারা নিজেরাই হয়ে পড়ে অবজ্ঞার পাত্র ।

আর কতকাল থাকবে অচেতন গাফলতের ঘুমে? একদিন তো দাঁড়াতে হবে আল্লাহর সামনে। সেদিন আমি ফরিয়াদ জানাবো, আল্লাহর কাছে। সেদিন আমি নালিশ দায়ের করবো তোমাদের নামে, হে আল্লাহ, তুমি তো কওমের মাঝে রাসূল পাঠিয়েছো তাঁর মুখে তাঁর কওমের ভাষা দিয়ে, যেন তিনি তাদের সামনে প্রচার করতে পারেন হকের দাওয়াত এবং সত্যের বাণী। কিন্তু এরা আমাকে পরিত্যাগ করেছিলো হে আল্লাহ! ফলে তোমার দুশমনদের হাতে আমার ইজ্জত-আবরু হয়েছে লুণ্ঠিত! আমি হয়েছি জাহেলিয়াতের বাহন । হে আল্লাহ, আমি বিচার চাই, আমি ইনসাফ চাই!

তখন কী কৈফিয়ত পেশ করবে তোমরা আল্লাহর কাছে? কী জবাব আছে তোমাদের কাছে আমার নালিশের? এখনো সময় আছে। ওঠো, জাগো। আমার বর্ণমালাকে গ্রহণ করো, আমার শব্দমালাকে বরণ করো। অন্যায় ও বাতিলের কবল থেকে আমাকে উদ্ধার করো। ন্যায় ও সত্যের বাহনরূপে আমাকে ব্যবহার করো। তাদের হাতে আছে 'কলমের দড়ি' তোমরা হাতে নাও 'কলমের লাঠি। দেখবে বাতিলের সব জাদু-কারসাজি হয়ে যাবে নাস্তানাবুদ। মিথ্যার অন্ধকার বিদূরিত হবে এবং সত্যের আলোতে সমাজ আলোকিত হবে। দীনের চূড়ান্ত বিজয় হবে এবং তোমাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে দেশে, সমাজে এবং মানুষের হৃদয়ে। তোমরা আমাকে উদ্ধার করো এবং প্রতিষ্ঠিত করো আমার প্রাপ্য মর্যাদায় ; আমি তোমাদের সমাসীন করবো সমাজের নেতৃত্বের আসনে। যদি না করো তাহলে দুনিয়াতে পাবে শুধু যিল্লতি ও লাঞ্ছনা আর আখিরাতে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে আসামীর কাঠগড়ায়।

।।থ।।

- তৈ তৈ থৈ থৈ থালা ভরা আছে কৈ।
- থুকদানীতে থু থু ফেলুন।
- যেখানে সেখানে থু থু ফেলবেন না।
- তক্ তক্ থক্ থক্ তাল পাতা চক্চক্।

।।প।।

- পাখি পাকা পেঁপে খায়।
- পাপ্পু পাতালপুরের গল্প পড়তে-পড়তে এপার থেকে ওপার যেতে পা পিছলে পাড় থেকে পানিতে পড়ে গেলো।
- পাহাড় পৃথিবীর জন্য পেরেকপ্রতীম।

।।ফ।।

- ফুল বাগানে ফুল ফুটেছে।
- ফেলু মিয়া ফাঁপা ফাটা বাঁশ দিয়া ফুলের ফ্লাগ উড়াইয়া ফটো তুললো।
- ফোটা ফোটা বৃষ্টিতে ফসলের মাঠ ফাঁকা হয়ে গেলো।

।।য।।

- জাগি যুগের জন্য, জানাযা পড়াই যমদূতের।

।।ড়।।

- আমরা আমড়া খাবো।
- নারীরা নাড়ির টানে বাড়ি যায়।
- আমরা গাড়িতে করে বাংলাবাড়ি যাবো।
- গড়ের মাঠে গরুর গাড়ি গড়গড়িয়ে যায়।

।।স।।

- সুশিক্ষিত সুসজ্জিত সুশৃঙ্খল সৈন্যসহ সেনাপতি সেলুকস বিশৃঙ্খল শত্রুসৈন্যদের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে সসম্মানে স্বসাম্রাজ্যে স্বশরীরে ফিরে এলেন।

❖ ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া চক্রান্তের যূপকাষ্ঠে বলি হচ্ছে আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও শাশ্বত চেতনা। সমরাস্ত্রের আঘাতের সঙ্গে-সঙ্গে কুফুরি শক্তির মিডিয়া আগ্রাসনও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এমতাবস্থায় ইলমী গভীরতার প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে আলেম সমাজ নির্লিপ্ত নির্বিকার কিংবা ছবির থাকতে পারেন না। অসত্য ও অন্যায়ের ধ্বংসস্তুপে সত্য-ন্যায়ের পতাকা উড়াতে, নাস্তিকতার অন্ধকূপে বিশ্বাসের আলো জ্বালাতে, স্বপ্ন ও কল্পনার ধূম্রজাল ভেদ করে ইসলামের শাশ্বত সুন্দর আদর্শকে ফুটিয়ে তুলতে হলে আলেম সমাজকে আধুনিক বাকশিল্পের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে। প্রতিবাদ কিংবা প্রতিরোধের ভাষাটাকে জাতীয় গণমাধ্যম উপযোগী করে প্রমাণ করতে হবে।

।। ক ।।

- কাঁচা গাব পাকা গাব।
- কমলাকান্তের কনিষ্ঠ কন্যা কামিনী কলেজের করিডোরে কাঁদিতে কাঁদিতে কপাল কুঞ্চিত করিয়া কাকাকে কহিল, কাকা! কাক কা-কা করে কেন? কাকা কহিলেন, কন্যা কপাল কুঞ্চিত করিও না, কা-কা করাই কাকের কাজ ।

।। খ ।।

- খোকন, কখন এসেছো?
- খাদিমপুরের খয়রাত খাঁ খয়েরি খাদি পরে খালিশপুরের খয়মুদ্দিনের খোয়াড়ে খাসি লইতে আসিলেন।
- খোকা, খাবার খেতে এসো।

।। ঘ ।।

- প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে ঘোড়সওয়ার ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে গেল।

।। চ ।।

- চাচা চাঁছা চটা চাঁছে না, আচাঁছা চটা চাঁছে।
- চকবাজারের চানু মিয়া চাকলারদার চিড়া চিবাইতে চিবাইতে চানখারপুল পার হইয়া চাঁদপুরের লঞ্চে চড়িল।

।। ছ ।।

- ছবিরুদ্দিনের ছাগলছানা ছোলা খাইতে গিয়া ছবিরুদ্দিনের ছাতা ভাঙ্গিয়া ছল্‌ছল্‌ নয়নে চাহিয়া রহিল।
- চাচা ছলিমুদ্দিন চাচির ছাতা ভাঙ্গিয়া চাবুক লইয়া ছুটিয়া চলিল। চাচি ছল্‌ছল্‌ নয়নে চাচার ছাগলের দিকে চাহিয়া ছানাবড়া চোখে বুক চাপড়াইতে লাগিল।

।। জ ।।

- জলে চুন তাজা তেলে চুল তাজা।

।। ঝ ।।

- প্রচন্ড ঝড়ে আমাদের ঘরের ঝাড়ু উড়ে গেছে।
- ঝর্ণার পানি পাহাড় বেয়ে ঝমঝম করে পড়ে।
- ঝমঝম বৃষ্টি একি অনা সৃষ্টি।

।। ঠ ।।

- লাঠি দিয়ে দরজায় ঠকঠক করছে কে?
- ঠান্ডা মিয়া ঠান্ডায় ঠেলাগাড়ি ঠেলে।